যুগান্তর

20 MAR 2017

বিমল সরকার

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে দরকার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা

তাদের বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে একই অপরাধমূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাটা খুবই স্বাভাবিক। অল্প দিনের ব্যবধানে গুরুতর ও চাঞ্চল্যকর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেবল ব্যক্তি বা মহল বিশেষের জন্য নয়, বরং গোটা জাতির জন্যই কলংক এবং দুর্ভাগ্যজনক। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যত গুরুতরই হোক না কেন, কর্তৃপক্ষ অনেক সময় এসব কিছুকে মোটেও আমলে নেয় না; নিতে চায় না। অতীতের দিকে তাকালে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি আমলকে আলাদা করে দেখার খুব একটা সুযোগ নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৭ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার শুরুতেই ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা আবশ্যিক বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে পড়ে। এ ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগেই কিন্তু পরীক্ষাটি নিয়ে নেয়া হয়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ে যায় বিড়ম্বনায়। কী হবে এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ— ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে গ্রহণ করা বাংলা পরীক্ষাটি বাতিল করা হবে, নাকি যেভাবেই হোক নেয়া যখন হয়েই গেছে তাহলে আর বাতিল না করে তা-ই বহাল রাখা হবে? সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তার দোলাচল। সময় বয়ে যেতে থাকে। এভাবে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের দীর্ঘ আড়াই মাস উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝে রেখে নিজেরা দফায় দফায় বৈঠক করার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শেষপর্যন্ত ওই 'ভ্রষ্ট' পরীক্ষাটি ৯ জানুয়ারি, ১৯৯৮ বাতিল বলে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে নতুন করে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ তা গ্রহণ করা হয়। ৫ নভেম্বর, ১৯৯৭ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮। পাঠক লক্ষ্য করুন, একেবারে চার মাসেরও বেশি সময় দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মাথায় বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এসময় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরা বা শনাক্ত করার কার্যকর উদ্যোগটি পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। এ কলংকতিলক ললাট থেকে দূরীভূত হতে না হতেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের পুনরাবৃত্তি ঘটে একই বছরের (১৯৯৮) এসএসসি পরীক্ষায়। অবশ্যই এ ঘটনাটি আরও বেশি লজ্জা ও গ্লানিকর। সে বার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি পরীক্ষার সবক'টি প্রশ্নপত্র একের পর এক ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে, এ নিয়ে যথারীতি গঠন করা হয় একটি তদন্ত কমিটি। তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি প্রমাণিতও হয়। দুটি পরীক্ষা এরই মধ্যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দিয়েই অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর নতুন প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা দুটি (ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ও বাংলা প্রথম পত্র) আবারও গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাগায় জাগায় বিক্ষোভ-মিছিল ও সড়ক অবরোধের মতো কিছু ঘটনা ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দুটি বিষয়ের ওপর নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণের আগের নেয়া সিদ্ধান্তটি বাতিল করে বসে। অর্থাৎ ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র দিয়ে গৃহীত পরীক্ষা দুটিই (ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ও বাংলা প্রথম পত্র) শেষ পর্যন্ত বহাল রাখা হয়!

সমস্যা-সংকট, উত্থান-পতন এবং অস্থিরতার মাঝেও মাত্র দেড় বছরের মধ্যে নকল বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মোটামুটি একটি স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় বঙ্গবন্ধু সরকার। এ যেন এক অভাবনীয় পরিবর্তন; কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, পরবর্তী সময়ে দেশে আবারও নকলের প্রাদুর্ভাব ঘটে, আশির দশক থেকে পরীক্ষায় নকল ক্রমে আবারও সর্বগ্রাসী রূপ নেয় এবং বিশ বছরে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটিকেই কুরে কুরে খেয়ে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে ২০০২ সালে বিএনপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন পাবলিক পরীক্ষায় নকল দূরীকরণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক একটি পরীক্ষা চলাকালে কাউকে, এমনকি নিজের সঙ্গীদেরও পুরোপুরি অবহিত না করে আকস্মিক পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হওয়া, এ কাজে সরকারি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা এবং নকল করা ও নকলে সহায়তা করার দায়ে কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে অনেকে তার সমালোচনা করলেও প্রতিমন্ত্রী মিলন কিন্তু থেমে থাকেননি। নকল বন্ধ করার ব্যাপারে কতখানি আন্তরিকতা থাকলে নিজ দলীয় নির্বিশেষে সব সংসদ সদস্যের উদ্দেশে বলা যায়, পরীক্ষা চলাকালে তাদের কেউ-ই পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারবেন না কিংবা স্থানীয় 'আইন শৃংখলা কমিটির সভাপতি' হিসেবে অল্প সময়ের জন্য সংসদ সদস্যরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলেও তাদের সঙ্গে অন্য কোনো লোক রাখা যাবে না। এমন নির্দেশনা সংসদ সদস্য বা জনপ্রতিনিধিদের প্রতি এক ধরনের অনাস্থা, অবিশ্বাস ও সন্দেহেরই নামান্তর বলে মনে হলেও এবং এতে অনেকে মনে মনে নাখোশ হলেও নকলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী তথা সরকারের স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে সবাই তা মেনে নিয়েছিলেন সেদিন; মূলত এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই টানা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত এবং চরম ক্ষতিকর সর্বগ্রাসী নকলের মাত্রা অল্পদিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসে। কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাকে সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন না জানালে কাজটি বোধকরি সহজ হতো না।

যেভাবেই হোক যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করতেই হবে। অতীতের মতো কোনোরকম শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনোই সুযোগ নেই। পরীক্ষার কাজে অপেক্ষাকৃত কম লোক নিয়োগ, বিজি প্রেসের বদলে অন্য কোথাও থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানো কিংবা এসএসসি এবং এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় কোনোরকম বিরতি না রেখে সকাল-বিকাল পরীক্ষা গ্রহণ করার চেয়েও জরুরি হচ্ছে আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করা। এ বিষয়ে কারোরই কোনো ধরনের ইতস্তত করার সুযোগ নেই।

বিমল সরকার : *সহকারী অধ্যাপক*